আলমডাঙ্গার জামজামীতে সরকারি ঔষধ বিক্রি করায় ওহেদকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার জামজামীতে ঔষধের দোকানে সরকারি হাসপাতালের ঔষধ পাওয়ায় দোকানী ওহেদ আলীকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির। এ সময় দোকানে সরকারি ও মেয়াদোত্তীর্ণ আনুমানিক ২০ হাজার টাকার ঔষধ পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

আদালত সূত্র জানায়, জামাজামী ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের পল্লী চিকিৎসক ওহেদ আলী জামজামী বাজারের ব্রীজ মোড়ে একটি ঔষধের দোকান পরিচালনা করেন। তিনি বিশেষ ব্যবস্থায় সরকারি হাসপাতালের বেশকিছু ব্রান্ডেল ঔষধ দোকানে রেখে বিক্রি করে আসছিলেন। এছাড়া তার দোকানে অনেক মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ পাওয়া যায়।

স্থানীয়রা জানায়, মধুপুরে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ওহেদ অসাধু কর্মকর্তার মাধ্যমে সরকারি ঔষধ কম দামে কিনে বিক্রি করেন। এটা অনেকটা ওপেন সিক্রেট।
এ সময় আদালতের নিরাপত্তায় ছিলেন জামজামী ক্যাম্পের এএসআই আনিছুর রহমান।

আলমডাঙ্গায় ২ মাদক সেবীর কারাদন্ড

আলমডাঙ্গায় দুই মাদকসেবীকে ৫ দিন করে জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত। মাদক সেবনের অপরাধে ওই আদেশ দেন ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

জানা গেছে, দুর্লভপুর ক্যাম্পের আইসি এসআই নাইম শনিবার দুপুরের

মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে গোপিবল্লবপুর গ্রামের মৃত মোকাম মন্ডলের ছেলে আসমান ও কামালপুর গ্রামের মৃত নিজাম উদ্দিনের ছেলে রনিকে আটক করে থানা হেফাজতে নেন।

ওই দুজনকে মাদক সেবনের অপরাধে ভ্রাম্যমান আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লিটন আলী ৫ দিনের কারাদন্ডাদেশ প্রদান করেন।

গোকুলখালী পুলিশ ক্যাম্প স্থায়ীকরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলা গোকুলখালী বাজারে পুলিশ ক্যাম্প স্থায়ীকরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকালে গোকুলখালী বাজারে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

গোকুলখালী বাজার কমিটির সভাপতি হাজী শরিফুল ইসলাম টোকন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চিৎলা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম বিপ্লব।

বিশেষ অতিথি ছিলেন চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি শাহ আব্দুল বাতেন, গোকুলখালি পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জ বিকাশ দত্ত। উপস্থিত ছিলেন গোকুলখালি বাজার কমিটির সদস্যরা ও বাজারের সকল ব্যবসায়ী।

বাজার কমিটির সভাপতি হাজী শরিফুল ইসলাম বলেন, গোকুলখালি বাজারে যে ক্যাম্প রয়েছে, এটা ১৯৯২ সালে স্থাপন করা হয়। যার কারণে আমাদের ইউনিয়নের সকল জনগণ নিরাপদে রয়েছে। চুরি-ডাকাতি খুনখারাপি এগুলো নেই বললেই চলে।

এই গোকুলখালি বাজারে স্কুল, কলেজ, ব্যাংক, ইউনিয়ন পরিষদ,পানের হাট,গরু হাট আরও সরকারি-বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলা নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য পুলিশ ক্যাম্পের বিকল্প কিছু নেই। তাই পুলিশ ক্যাম্প এখান থেকে তুলে নিয়ে অন্য কোনো জায়গায় স্থাপন না করে এটা এলাকাবাসী ও সাধারণ জনগণের প্রাণের দাবি।

চুয়াডাঙ্গায় বাস চাপায় ছয়জন নিহত

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার সরোজগঞ্জ বাজারে ঢাকা ফেরত রয়েল পরিবহনের চাপায় পথচারী ও ভ্যানচালকসহ ছয়জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত ছয়জন। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন, তিতুদহ এলাকার মিলন (৪০), সোহাগ (২০), শরীফ (৩০), রাজু (৩০), ষষ্টি (৩৫) ও কালু (৪৫)।

চুয়াডাঙ্গা সদর অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবু জিহাদ জানান, শনিবার সকালে রয়েল পরিবহনের একটি বাস ঢাকা থেকে চুয়াডাঙ্গায় ফিরছিলো। পথে সরোজগঞ্জ বাজারে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি ভ্যান ও ভটভটিকে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান দুইজন। এ ঘটনায় আহতের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরো চারজন মারা যান।

চুয়াডাঙ্গায় ব্যতিক্রমী ফল-ফসলের চাষে সাফল্য পাচ্ছেন তরুণ চাষীরা

গাছের ডালে থোকায় থোকায় ঝুলছে মাল্টা। ছোট ছোট গাছে ঝুঁলে আছে অসংখ্য থাই জাতের পেয়ারা। এ দৃশ্য চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার বালীহুদা গ্রামের। একই গ্রামের বাসিন্দা মিঠু বিশ্বাস নিজ হাতে পরম মমতায় গড়ে তুলেছেন এসব ফলের বাগান।

এর পাশেই আছে কাগুজি লেবু, ড্রাগন ফল আর উন্নত জাতের কাশ্মীরী

কুলের বাগান। ব্যতিক্রমী এসব চাষ করে ইতোমধ্যেই সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছেন মিঠু বিশ্বাস। তার দেখাদেখি এলাকার অনেকেই এখন দেশের মাটিতে অর্থকরী এসব চাষে ঝুঁকছেন।

স্থানীয় কৃষি বিভাগ বলছে, প্রতি বছরই চুয়াডাঙ্গায় বাড়ছে মাল্টা, থাই পেয়ারা, ড্রাগন ফলের চাষ। জেলার শিক্ষিত তরুণ যুবকেরা এসব চাষে আগ্রহী হচ্ছেন। লেখাপাড়া শিখে অনেকেই চাকরি না খুঁজে যোগ দিচ্ছেন কৃষি কাজে।

এ কারণে জেলায় ব্যতিক্রমী চাষও বাড়ছে বছর বছর। তাদেরই একজন জীবননগর উপজেলার বালীহুদা গ্রামের তরুণ চাষী মিঠু বিশ্বাস। তিনি একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতেন। বছর চারেক আগে ভাগ্য বদলাতে যোগ দেন কৃষি কাজে।

মিঠু বিশ্বাস বলেন, চাকরীতে সীমিত আয়ের জীবন। স্বাধীনতা কম। কৃষিতে ব্যক্তি স্বাধীনতার পাশাপাশি রয়েছে অধিক আয়ের সুবর্ণ সুযোগ। প্রাকৃতিক দূর্যোগ ছাড়া কৃষিতে তেমন ঝুঁকিও নেই। এ কারণে তিনি চাকরী ছেড়ে কৃষিতে যুক্ত হয়েছেন। তিনি ১০ বিঘা জমিতে গড়ে তুলেছেন তার ক্ষুদ্র কৃষি খামার। এ খামার থেকে তিনি বছরে অন্তত ২০-২৫ লাখ টাকা লাভ করতে পারছেন।

মিঠু বিশ্বাসের মাল্টা বাগানে দেখা হয় জীবননগর শহরের বাসিন্দা জহিরুল ইসলামের সাথে। তিনি মিঠুর মিশ্র ফলের বাগান দেখতে এসেছেন। তিনি জানান, চুয়াডাঙ্গা জেলার অনেক তরুণই ব্যতিক্রমী কৃষির মাধ্যমে সফল হচ্ছেন। মিঠুর সাফল্য নিজ চোখে দেখতেই তিনি তাঁর বাগানে এসেছেন। মিঠুর সাফল্য দেখে তিনি নিজেও অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক সুফি মো. রফিকুজ্জামান বাংলাদেশ প্রতিদিন বলেন, চুয়াডাঙ্গার চাষীরা বরাবরই ‘ইনোভেটিভ ফার্মার’ হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছেন। সে ধারাবাহিকতায় এ জেলায় অনেক ফসলই দেশের মধ্যে প্রথম চাষের স্বীকৃতি পেয়েছে।

এ জেলার মাটি ও আবহাওয়া কৃষির জন্য বিশেষ উপযোগী। এ কারণে স্থানীয় অনেক শিক্ষিত তরুণ অর্থকরী কৃষিতে ঝুঁকছেন। তারা ব্যতিক্রমী চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। অন্যদিকে আমদানী নির্ভর অনেক ফল-ফসল এখন দেশের মাটিতে উৎপাদন হওয়ায় এসবের আমদানী নির্ভরতাও কমছে।

চুয়াডাঙ্গার কৃষি বিভাগ বরাবরই কৃষকদের সার্বিক সহযোগিতা করে আসছে। আগামীতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদায় পাটের বাম্পারফলন, দাম নিয়ে শঙ্কিত কৃষক

করোনায় প্রণোদনা এবং একই সঙ্গে পর্যাপ্ত বৃষ্টির কারণে দামুড়হুদায় এবার পাটের বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু পাটের বাজার ভালো পাবেন কিনা এ নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন কৃষকরা।

একে একে পাটকল বন্ধ হওয়া এবং পাট ব্যবসায়ীদের বিপুল অর্থ বিজেএমসির কাছে পাওনা থাকায় এ শঙ্কা দেখা দিয়েছে। দামুড়হুদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৬৭০ হেক্টর বেশি জমিতে পাটের চাষ হয়েছে। অন্য বছরের চেয়ে ফলনও বেশি হবে বলে আশা করছেন কৃষকেরা।

তবে সম্প্রতি পাটকল বন্ধের ঘোষণায় দুশ্চিন্তার ছাপ দেখা দিয়েছে চাষিদের কপালে। পাটের দাম, নিজের স্বপ্ন, বিনিয়োগের টাকা ফেতর পাওয়াসহ নানা দ্বিধায় হতাশায় ভুগছেন তারা। কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, গত বছর পানির অভাবে পাট পচানোতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। তারপরেও বিগত কয়েক বছর পাটের ফলন ও দাম ভালো পেয়েছেন কৃষকেরা।

তাই লাভের মুখ দেখতে এ বছর দামুড়হুদা উপজেলায় আবাদের পরিমাণও বেড়েছে। এ ছাড়াও চলতি মৌসুমে আশানুরূপ বৃষ্টি হওয়ায় পাট কাটা ও পাট ডোবানো নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো সমস্যার কথা শোনা যায়নি। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাজারে পাট বিক্রি শুরু হবে। তবে এবার দাম পাওয়া নিয়ে কৃষকেরা রয়েছেন সংশয়ে।

উপজেলার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামে নুর বক্সের ছেলে কাউছার আলী, আবুল হোসেনের ছেলে মিজানুর রহমান, হাজী আব্দুল ওহাবের ছেলে আরিফুল ইসলাম ও পারকৃষ্ণপুর গ্রামের মকছেদ আলীর ছেলে জামাত আলী জানান, পাটচাষে ব্যাপক খরচ।

এক বিঘা পাটচাষ করতে প্রথমে চারটি চাষ দিতে হয়। এতে খরচ হয় ১ হাজার ২০০ টাকা, পাটের বীজ কিনতে ২০০ টাকা, দুইটা সেচ দিতে এক হাজার টাকা, তিনবার সার দিতে খরচ হয় ১ হাজার ৮০০ টাকা, বিঘাপ্রতি নিড়ানি দিতে ১০ জন দিনমজুর লাগে। তার খরচ ২৫০ টাকা দরে ২ হাজার ৫০০ টাকা, পাট কাটা শ্রমিক লাগে বিঘাপ্রতি চারজন, যার দাম ১ হাজার টাকা, পাটগুলো আঁটি বাঁধতে দুইজন শ্রমিকের ৫০০ টাকা, পাটের আঁটি বহন করতে শ্রমিক লাগে তিনজন, যার মূল্য ৭৫০ টাকা, বহন খরচ এক হাজার টাকা, পাট জাগ দিতে চারজন শ্রমিকের মূল্য এক হাজার টাকা, কাঁচা লেবার ছয়জন, যার মূল্য ১ হাজার ৫০০ টাকা ও পাট শুকাতে চারজন শ্রমিক লাগে, যার মূল্য এক হাজার টাকা এবং পাট শুকানোর পর আড়তে নেয়া খরচ ১০০ টাকা। এক বিঘা পাট চাষে পর্যায়ক্রমে মোট খরচ হয় প্রায় ১৩ হাজার ৫৫০ টাকা। এক বিঘা জমিতে পাট উৎপাদন হয় ৮-৯ মণ।

দর্শনা পুরনো বাজারের বড় আড়ৎদার আব্দুর রহমান বলেন, ‘বর্তমান বাজারে ১৫-১৬ শত টাকা মণ চলছে। তবে যেভাবে পাটকলগুলো বন্ধ হচ্ছে তাতে করে আমারাও পাট বেচাকেনা নিয়ে চিন্তায় আছি।

বর্তমান মূল্যে অনুযায়ী বিঘাপ্রতি গড় উৎপাদন ৯ মণ এবং ১ হাজার ৬০০ টাকা হারে দাম ধরা হলে এক বিঘা পাট বিক্রি হয় ১৪ হাজার ৪০০ টাকা। একজন কৃষক মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিঘাপ্রতি পাট চাষে খরচ-খরচা বাদ দিয়ে লাভ হচ্ছে ৮৫০ টাকা। যদি পাটের মূল্য বা উৎপাদন কম হয় তাহলে তো লোকসানের খাতায়। এরপরও এ দেশের কৃষকেরা তাদের মাঠে অর্থকারী ফসলের চাষ করে মনের সান্ত্বনা নিয়ে বেঁচে আছেন।

দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান জানান, চলতি মৌসুমে ৬ হাজার ২৮৫ হেক্টর জমিতে পাটচাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হলেও সেখানে চাষ হয়েছে ৬ হাজার ৯৫৫ হেক্টর। ফলে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৬৭০ হেক্টর জমিতে বেশি পাটচাষ হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে যুবকের

ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে মাসুদ রানা (২০) নামের এক যুবকের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে।

শুক্রবার সকালে উপজেলার বাঁকা ইউনিয়নের বাঁকা মাঠপাড়া গ্রামে ওই যুবকের ঝুলন্ত লাশ তার ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত যুবক মাসুদ রানা উপজেলার বাঁকা মাঠপাড়া গ্রামের চেয়ারম্যান পাড়ার সৈয়দ হোসেনের ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, মানসিক বিকারগ্রস্থের কারণে রাতে নিজ ঘরে সিলিং ফ্যানের সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

নিহত মাসুদ রানার চাচাতো ভাই মহিদুল ইসলাম জানান, বৃহস্পতিবার রাতে প্রতিদিনের মত পরিবারের লোকজনের সাথে খাওয়া-দাওয়া শেষে নিজ ঘরে শুয়ে পড়ে। কিন্তু শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে মাসুদের ঘুম থেকে উঠতে দেরি দেখে পরিবারের লোকজন তাকে ডাকাডাকি করতে থাকে। ঘর তার কোন সাড়া না পাওয়ায় দরজার ফাঁক দিয়ে ভিতরে তাকিয়ে দেখে ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে তার মরদেহ ঝুলছে।

এ অবস্থায় ঘরের দরজা ভেঙে স্থানীয়দের সহয়তায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আত্মহত্যার কারণ জানতে চাইলে সে বলে আমরাও ঠিক কোন কারণ বুঝতে পারছি না। তবে মাসুদ ছোটবেলা থেকেই একটু মানসিক রোগী ছিল। কারণে অকারণেই হুটহাট রেগে যেত, খিটখিটে মেজাজের ছিলো।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যার ব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় বন বিভাগের ১৩

হাজার চারা ক্ষতির আশংকা

বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবর রহমানের জন্মশত বার্ষিকী “মুজিব বর্ষ” উৎযাপন উপলক্ষ্যে আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগ বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণের যে কর্মসূচি নিয়েছিলেন সেটা ভারী বর্ষণের কারণে ভেস্তে যেতে বসেছে।

দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ বৃষ্টির কারণে বন বিভাগের সীমানায় হাটু পানি বেঁধে গেছে। পানি বাঁধার কারণের প্রায় ১৩ হাজার বনজ, ফলজ ও ঔষধী চারা নষ্ট হতে চলেছে। দ্রুত পানি নিষ্কাশন না করলে উৎপাদিত চারা গুলো মারা যাবে বলে ধারন করা হচ্ছে।

উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান জানান, মুজিব বর্ষ উপলক্ষে বন বিভাগ থেকে ২০ হাজার চারা রোপণ ও বিতরণ করা হবে। এর মধ্যে ৭ হাজার চারা বিতরণ করা হয়েছে ।

পর্যায়ক্রমে আরও ১৩ হাজার চারা রোপণ ও বিতরণ করা হবে। সে দিক মাথায় রেখে চারা উৎপাদনের কাজ করছিলাম। কিন্তু দীর্ঘ কয়েকদিন যাবৎ ভারী বন বিভাগের এলাকায় এক হাটু পানি বেধে গেছে। এখন চারা গুলো পানির উপর ভাসছে।

এমন অবস্থায় থাকলে উৎপাদিত চারা মারা যেতে পারে। দ্রুত পানি নিষ্কাশন করতে পারলে অথবা মাটি দিয়ে ভরাট করলে চারাগুলোকে বিতরণ করা যেত।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বন বিভাগের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা শাকিল পারভেজ জানান, বৃষ্টির জন্য চারা বিতরণ রোপণ কাজ বন্ধ আছে। বন বিভাগের ভেতর পানি বাঁদার কারণে চারা উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে না।

পানি বেঁধে থাকলে বাকি চারা মারা যাবে। তাই উর্দ্ধোতম কর্মকর্তাদের সুদৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

আলমডাঙ্গায় পৃথক অভিযানে মদ ও গাঁজাসহ ২ জন আটক

আলমডাঙ্গার আসমানখালী ক্যাম্প পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ ১ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে অভিযান পরিচালনা করে সাহেবপুর মোড় থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। আটককৃত মাদক ব্যবসায়ী বগাদী গ্রামের মৃত সাহাদাৎ হোসেন ছেলে সাইফুল ইসলাম।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে সাইফুল মাদক ব্যবসা করে আসছে। প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গায় সে মাদক হাত বদল করে। গতকার একটি গোপন তথ্য আসে যে সাইফুল গাঁজার বিক্রি করবে। ওৎ পেতে থাকা পুলিশ তাকে আটক করে। তার দেহ তল্লাশি করে ২০০ গাঁজা উদ্ধার করা হয়। মাদক ব্যবসায়ী সাইফুলের বিরুদ্ধে মাদক মামলা হয়েছে।

এদিকে মুন্সিগঞ্জ ক্যাম্প পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৫ লিটার চোলাই মদসহ এক জন আটক করেছে। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার সময় ক্যাম্পের আইসি এসআই আছের আলী এএসআই ইলিয়াস সঙ্গীয় র্ফোস নিয়ে পিটিআই মোড়ে অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার হাসপাতাল পাড়ার মৃত বিশ্বনাথের ছেলে শান্তকে ৫ লিটার চোলাই মদসহ আটক করা হয়। তার বিরুদ্ধে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

আলমডাঙ্গায় ৩ মাদক সেবীর কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় তিন মাদকসেবীকে বিভিন্ন মেয়াদে জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। দুই জনের ৭ দিন ও এক জনের ১৫ দিনের জেলের আদেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

জানা গেছে, শুক্রবার রাতে আসমানখালী ক্যাম্পের আইসি আব্দুর রহিম মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ভোগাই বগাদী থেকে সোনা মোল্লার ছেলে ইউসুফকে আটক করেন।

এদিকে জামাজামী ক্যাম্পের আইসি আব্দুল হাকিম মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে ঘোষবিলা গ্রামের নাজিম উদ্দিনের ছেলে রুহুলকে মাদব সেবনের সময় আটক করে। অপরদিকে দুর্লভপুর ক্যাম্পের আইসি অভিযান পরিচালনা করে পোলতাডাঙ্গা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রাহুলকে আটক থানা হেফাজতে নেন।

মাদক সেবনের অপরাধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট লিটন আলী ঘোষাবিলা গ্রামের নাজিম উদ্দিনের ছেলে রুহুল আমিনকে ৭ দিন, পোলতাডাঙ্গা গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে রাহুলকে ১৫ দিন ও ভোগাই বগাদী গ্রামের সোনা মোল্লার ছেলে ইউসুফকে ৭ দিনের কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করেন।